Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তারা মনি মিম

রোলঃ 227020490

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তারা মনি মিম

রোলঃ 227020490

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা মনি মিম , আইডিঃ 227020490বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তারা মনি মিম

আইডিঃ 227020490

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:- 1

পাশ্চাত্য মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা : 2

খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতাঃ 5

মুসলিম বিশ্বে ইহুদিদের চক্রান্ত ও অত্যাচার : 13

বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচার: 17

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা : 21

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা: 25

সাবায়ী মিশন ও তাদের অপতৎপরতা: 28

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা: 28

অমুসলিমদের অপতৎপরতায় আমাদের করণীয়: 30

উপসংহার: 32

সহায়ক পুস্তক: 33

ভূমিকা:-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাইরের কোনও ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট কামনায় কোন রকম ত্রুটি করে না। যাতে তোমরা কষ্ট পাও তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকেই আক্রোশ বের হয়ে গেছে। আর তাদের অন্তরে যা-কিছু (বিদ্বেষ) গোপন আছে, তা আরও গুরুতর। আমি আসল বৃত্তান্ত তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম যদি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও! (৩:১১৮)

এই আয়াত ছাড়াও পবিত্র কুরআনের আরো বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের বারবার সাবধান করেছেন অমুসলিমদের অপতৎপরতা সম্পর্কে। আমরা একটু খেয়াল করলেই লক্ষ্য করবো বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। মহান আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের জন্য অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম থেকে স্থানান্তর করতে খ্রিষ্টান মিশনারিরা দেশে দেশে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং সেবার নামে তাদের ধর্মে মানুষকে দীক্ষিত করছে।

আমাদের বর্তমান দুনিয়ার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক সকলক্ষেত্রে ইহুদিরা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলো তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক করে তাদের সব সাহায্য সহোযোগিতা করছে। ফলে ইহুদিরা দুনিয়ায় মুসলমানদের উপর বিভিন্ন অপতৎপরতায় ব্যস্ত। বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতনের চালাচ্ছে, মুসলিম দেশকে ভেঙে চূড়ে নিজেদের দখলে নিচ্ছে।

পূঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসিত পশ্চিমা বিশ্বেও মুসলমানদের জীবনযাত্রা খুব একটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সেখানকার মুসলমানগণ ধর্মীয়,সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। দুনিয়াজোড়া মুসলমানদের যে করুন অবস্থা তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে।

পাশ্চাত্য মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা :

পাশ্চাত্য মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র বহুদিন ধরে চলে আসছে। পশ্চিমারা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে ইসলামের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মোস্তফা কামাল সেদিন দম্ভ ভরে খেলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়, খলীফা ও তার সভাসদকে ইস্তাম্বুল ও তুরস্ক থেকে বের করে দেয়, ইসলামের প্রতীকসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আরবী ভাষায় আযান দেয়া নিষিদ্ধ করে। আরবীর স্থলে ল্যাটিন ভাষায় আযান দিতে বাধ্য করে, প্রকাশ্যে হিজাব পরে চলতে বিধিনিষেধ আরোপ করে, সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে মাথা ঢেকে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, সরকারের পুলিশ বাহিনী হিজাব ও ওড়নাপরা মহিলাদের কাছ থেকে তাদের হিজাব ও ওড়না ছিনিয়ে নিত, অধিকন্তু ছিঁড়েও ফেলত, হজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং এ নিষেধ ২৪ বছর বলবৎ থাকে। তুরস্কের লোকেরা হজ করার অনুমতি পায় ১৯৪৬ এর পর। অর্থাৎ, মুসলমান তুর্কীদের অন্তরে ইসলামী অনুভূতি আছে কিনা তা আমেরিকা পরীক্ষা করে দেখার পর। মসজিদকে যাদুঘরে রুপান্তরিত করা হয়। তুরস্কের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে অধিক সুন্দর মসজিদ 'আয়া ছুফিয়া'কে যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয় এবং তাতে নামায নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ মসজিদ পৃথিবীতে ইসলামী স্থাপত্যকলার অন্যতম উপহার বলে বিবেচিত হতো।এ সময় মোস্তফা কামাল আলেমদের এক মহাসমাবেশের আহবান করে তাদের কাছে রাষ্ট্র থেকে দীনকে পৃথকীকরণ ও খেলাফত বিলুপ্তির বিষয়টি পেশ করে। আলেমগণ তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সে তাদের যাকে পায় হত্যা করে এবং যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তারা পালিয়ে যায়।

ইসলামের প্রতি তার এ শত্রুতা যারা দীনকে উপলব্ধি করে, তাদের সামনে সুস্পষ্ট থাকে। সে বাস্তবেই দীনকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং জামাআতে নামায পড়ার উপর পর্যন্ত বিধি নিষেধ আরোপ করে।

ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশ্চাত্যের নতুন পরিকল্পনা হল, এখন থেকে ইসলাম উৎখাতের লড়াই নেপথ্যে থেকে করতে হবে। প্রকাশ্যে এ দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না। মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ ও মিনার উঁচু করছে, করতে অনুমতি দাও, শাসকদেরকে মসজিদ উদ্বোধনের ফিতা কাটতে দাও, কল্যাণ ও সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুযোগ দাও কিন্তু সাথে সাথে ময়দান ও রাজ পথকে সর্ব প্রকার ইসলামী আন্দোলন থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাদেরকে বাধ্য কর। ইসলামী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার জন্য পাশবিক যুলুম-অত্যাচারের ষ্টীম রোলার অপ্রতিহত গতিতে চালানোর জন্য শাসকদের প্রতি চাপ প্রয়োগ কর। এ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার জন্য তারা আরব বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। ফলে দীনকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব ব্যক্তিবর্গ আত্মপ্রকাশ

করেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ও ইসলামী আন্দোলনের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে একটির বিরুদ্ধে আরেকটিকে উসকে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রথম উদ্যোগ প্রকাশ পায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত দ্বারা আরব অঞ্চলে তাদের অনুগত দালাল সৃষ্টির মাধ্যমে। ১৯৪৯ এর মার্চ মাসের মার্কিন ইঙ্গিতে অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সিরিয়ায় হুসনী যঈমের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেখুন ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারীতে শায়খ হাসান আলবান্নাকে হত্যা করা হয় আর এর দু'দিন পর মিশর, সিরিয়া ও জর্দান ইসরাঈলের সাথে 'রুডস' চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ইয়াহুদীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমানার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজধানী কায়রোতে দু'বছর ধরে দমন নিপীড়নের পরেও ইসলামী আন্দোলনকে পরিপূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তাই তারা ভাবল এ ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করতে একজন জনপ্রিয় স্বদেশী বীর গাদ্দারের প্রয়োজন। ফলে তারা জেফার্সনের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নতুন সফল দালাল আবদুন নাসেরকে নিয়ে আসল। মাইলফ কোপলন্ড তার বই 'জাতি সমূহের খেলা'তে উল্লেখ করেছেন, 'আবদুন নাসের আমাদের খেলায় শতে নব্বই ভাগের চেয়ে বেশী সফলতা প্রদর্শন করেছে। আর সে ই হচ্ছে
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে বেশী সফলকাম'। সে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করেছে, কুরআন-সুন্নাহর শাসন থেকে দেশকে মুক্ত রেখেছে, আল আযহারকে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে দূরে রেখেছে, পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তনএনেছে এবং ইসরাঈলের নিরাপত্তা বিধান করেছে।

পশ্চিমাদের শোষণ থেকে বাঁচতে আফগানরাও দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে গেছে।আফগানরা ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ জিহাদ বিরামহীনভাবে চালিয়েছেন। কা'বার তাওয়াফের মত আফগানিস্তানে জিহাদও এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি। দিন-রাত ও গরমকাল শীতকালে কা'বার তাওয়াফ এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয় না। অনরূপ আফগানিস্তানেও এক মুহূর্তের জন্যেও জিহাদ বন্ধ হয়নি। কোন না কোন এলাকায় গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। আমি মনে করি না এ দীর্ঘ চৌদ্দ বছরে এক মুহূর্তের জন্যে আফগানিস্তান লড়াই থেকে মুক্ত ছিল। তাই মনে করবেন না যে, রাশিয়া এমনিতে বের হয়ে গেছে। পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, রাশিয়া আফগানিস্ত ান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো। রাশিয়া তার সৈন্যদের এমনিতে প্রত্যাহার করে নেয় নি। সে লজ্জাকর পরাজয় বরণ ও নিজেকে ধ্বংস করার পর আফগানিস্তান থেকে বের হতে চেয়েছিলো।আফগানদের উপর ষড়যন্ত্র হিসেবে জার্মান ও ফ্রান্সের অনেক চিকিৎসক চিকিৎসার নামে আফগান মহিলাদের জরায়ু কেটে ফেলেছিলো, যাতে তারা গর্ভবতী হতে না পারে। মহিলারা বাচ্চা প্রসবের জন্য তাদের চিকিৎসালয়ে গেলে বাচ্চা প্রসব শেষে তাদের জরায়ু কেটে ফেলা হয়। কারণ, তারা আফগানদের বংশ বৃদ্ধিতে শংকাগ্রস্থ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট আফগানিস্তানে খুব জোরেশোরে বিতরণ করা হয়েছে। আফগান মহিলারা তাদের কাছে এসে মাথা ব্যথার কথা বললে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি

খাইয়ে দেয়। আমাদের ভাই ডাক্তার সালেহ মাজারশরীফ ও বলখে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি সেখানে যে জিনিসটি বেশী বিতরণ করতে দেখেছি, সেটা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ ট্যাবলেট এবং মাদক। পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরা মুজাহিদদের মাঝে মাদক বিতরণ করছে। কেউ এসে পেটের ব্যথার কথা জানালে তারা তাকে মাদকের ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়। কারণ,তারা আফগানদের ইউরোপ দখল করার ভয় করছে।

আফগানিস্তানে 2001 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত সশস্ত্র সংঘাত সংঘটিত হয়েছিল। 11 সেপ্টেম্বরের হামলার সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসাবে শুরু হয়েছিল, যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক জোট আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল। অপারেশন স্থায়ী স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিল। পূর্ব ঘোষিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তালেবান শাসিত ইসলামিক এমিরেটকে পতন, এবং তিন বছর পর ইসলামিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। সংঘাত আনুষ্ঠানিকভাবে 2021 সালে তালেবান আক্রমণের সাথে শেষ হয়েছিল, যা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে উৎখাত করেছিল এবং ইসলামী আমিরাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধ, যা ভিয়েতনাম যুদ্ধের (1955-1975) দৈর্ঘ্যকে প্রায় ছয় মাস অতিক্রম করেছে।

মুসলিম বিশ্বে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা ও আন্দোলন কীভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে,সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ইসলাম বিরোধী এসব আন্দোলনের জন্ম মূলত ময়দানে ইসলামের অনুপস্থিতির সুযোগেই হয়েছে।পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের আধিপত্যের সামনে মুসলমানদের চিন্তার জগতে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। ক্রুসেডের অভিজ্ঞতা থেকে ইউরোপ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো যে, যুদ্ধের মাধ্যমে এ উম্মাহকে বশে আনা সম্ভব নয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তাদেরকে আন্দোলিত করবে, ঈমান যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তর্জগতে আসন গেড়ে বসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কাবু করা সম্ভব পর নয়।এজন্য তারা কৌশলে মুসলিম জাতির বিনাশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা:

পবিত্র কুরআনের অপব্যখ্যা:

ইদানীং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোকাবাজী চরমে পৌছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াটি অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করছে। যেমন ত্রিত্ববাদের মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনের ঈসা কালিমাতুল্লাহর ব্যক্তি সত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি? তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারীদের রচিত বই পুস্তক স্থান পায়। কুফর-সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান-আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারীগুলো তাদের (ঈমান ধ্বংসের) লক্ষ্যে পোঁছতে সক্ষম হয়। তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উপর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তাবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোনো মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফূরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নক্সা নকল:

খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের ‘কিতাবুল মোকাদ্দাস’ ও ‘ইঞ্জিল শরীফ’ এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনলীরঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা হাদীস গ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আবরী বর্ণের শৈল্পিকনক্সা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন: পর্দা, নামায, নারীশিক্ষা, অযু ইত্যাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে। এইসব বইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানায়। নকল করে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নক্সা।

যে সব বইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানায়:

খ্রিস্টানরা তাদের বাইবেল দ্বারা মুসলমানদের দাওয়াত দেয় না। দাওয়াত দেয় মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে। ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে। কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে। তারা যে সব বই দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে পাঠকদের খেদমতে পেশ হলো। বইগুলো দেখলে মনে হয় না যে, এগুলো খ্রিস্টানদের বই। মানুষকে এগুলো ইসলামী বই বলে বুঝিয়েই মুলত খ্রিস্টান বানায়।

নাম: বাণী এবং বাণী বাহক।

বই সম্পর্কে : এই বইটি দুইটি খন্ড বিভক্ত। বইটির এক পৃষ্ঠায় মক্কামুকার্‌রমার ছবি। অপর পৃষ্ঠায় হলো মদিনা মুনাওয়ারার ছবি। এই বইটি মুলতো মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তারা ব্যবহার করে থাকে। বইটি শুরু করেছে সুরা ফাতেহা দিয়ে। শেষ করেছে খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে। যেমন ‘ইহ্‌দিনাসসীরাতাল মুস্তাকিম’ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দিয়েছে এবং প্রমান করার চেষ্টাকরেছে যে সীরাতে মুস্তাকীম হলো খ্রিস্টধর্ম। উধৃতি দিয়েছে

বাইবেলের। মানুষ বইটি সংগ্রহ করে মনে করে ইসলামী বই। মুলত এটি হলো খ্রিস্টানদের বই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

নাম: গুনাহগারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ।

বই সম্পর্কে :বইটি মুসলত খ্রিস্টানদের লেখা। বইটি বাহ্যিক ভাবে দেখলে মনে হয়, এটি কোনো ইসলামী বই। মূলত, এটি কোনো ইসলামী বই নয় বরং এটি হলো খ্রিস্টানদের একটি বই। এই বই দ্বারা খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেয়। বইটিতে কুরআনের আয়াতকে অপব্যখ্যা করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। বইটিতে অনেকগুলো কুরআনের আয়াত নিয়ে এসেছে, কিন্তু অর্থের মধ্যে বিকৃতি করেছে। ভুল অনুবাদ ও ভুল ব্যখ্যা দিয়েছে। বইটি পড়লে মনে হয় অনেক যুক্তিসংগত কথা, কিন্তু মতলব খুবই খারাপ। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে বাচার তৌফিক দান করুন। আমিন।

নাম: কুরআনের আলোকে বেহেশতে যাওয়ার পথ।

বই সম্পর্কে : বইটি খ্রিস্টানদের একটি বই। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ইসলামী পরিভাষা দিয়ে বইটি রচনা করেছে। এই বইটির মাঝে কুরআনের অপব্যাখ্যা করছে। ভুল অনুবাদ দিয়ে মানুষকে প্রতারিতকরছে। বইটিতে কুরআনের আয়াত লিখে, তার অনুবাদ লিখার পর তাদের নিজস্ব বক্তব্য লিখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতারণা থেকে আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

নাম: আল্লাহর কালামের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা।

বই সম্পর্কে : বইটি মূলত খ্রিস্টানদের। দেখতে মনে হয় কোনো মুসলমানের বই। এটা মুসলমানরদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। এই বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন দলিল প্রমান পেশ করেছে, যেই দলিলের কোনো ভিত্তি নেই। বইটির মধ্যে যা রয়েছে, কিতাবুলমোকাদ্দসের বিপক্ষে অভিযোগের জবাব, অভিযোগের জবাবের তফসির। ঈসা মসীহর পরিাচয়, ঈসা মসীহ্ কি সত্যিই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দলিল, ইত্যাদি তাদের বিশ্বাসগুলো প্রমানিত করেছে কিন্তু মুসলিমদের পরিভাষা ব্যবহার করে।

নাম:কুরআনের আলো

বই সম্পর্কে : বইটি খ্রিস্টানদের একটি বই। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ইসলামী পরিভাষা দিয়ে বইটি রচনা করেছে। প্রচ্ছদে লাল রঙে আরবীতে লিখেছে 'আন্নুরু লিল কুরআন'। একজন মুসলমান প্রচ্ছদটি দেখেই মনে করবে এটা একটি মুসলমানের বই। এই বইটির মাঝে কুরআনের অপব্যাখ্যা করছে। ভুল অনুবাদ দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করছে। বইটিতে কুরআনের আয়াত লিখে, তার অনুবাদ লিখার পর তাদের নিজস্ব বক্তব্য লিখেছে। তারা মূলত একই বিষয়ের কিতাব বিভিন্ন নামে প্রকাশ করে। বিষয় বস্তুও প্রায় সবগুলোর সমান। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতারণা থেকে আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

নাম: ইমামদের জন্য কিতাবুল মুকাদ্দসের প্রশিক্ষণ।

বই সম্পর্কে : বইটি মূলত লেখা হয়েছে মুসলমান থেকে যারা খ্রিস্টান ফাদার হয় বা প্রচারের কাজ করে তাদের জন্য। বইটি লিখেছেন ডঃ ডেনিস জে.মক। তিনি একজন ফাদার। যিনি মিনিস্টার অব এডাল্ট এডুকেশন ও মিনিস্টার অব বাইবেল টিচিং এন্ড ট্রেইনিং হিসেবে আমেরিকার জর্জিয়া রাজ্যেও আটলান্টায় ফাস্ট ব্যাপটিস্ট চার্চে ১৯৮৫ সনের জানুয়ারি থেকে ১৯৯৫ সনের অক্টোবর পর্যন্ত ফাদারের দায়িত্ব পালন করেন। এর পরথেকে তিনি প্রচারকদের প্রশিক্ষণ নিয়ে গবেষণা

করেন এবং এ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এই বইটিতে কিতাবুল মুকাদ্দাসকে সহজভাবে বোঝারজন্য বিভিন্ন কোর্সের নিয়মে বইটি সাজিয়েছেন। প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতিও এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। বইটি মুলত খ্রিস্টানদের একটি বই। মুসলমানদের পরিভাষাদিয়েই তা লিখা হয়েছে। বিভিন্ন ছক দিয়ে বইটিতে প্রচারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

নাম: আল্লাহর বান্দা। প্রথম ভাগ- মানুষের হক।

বই সম্পর্কে : বইটি দেখতে মনে হয় কোনো মুসলমানের বই। বইটি মূলতো খ্রিস্টানদের লেখা। আরবীতে তাওরাতে মুসা"ও লেখা। বইটি পচ্ছদ দেখেই মানুষ ধোঁকা খাবে। বইটিতে প্রথমে ইসলামের কথা লিখেছে। পরে বাইবেলের ও খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে বইটি শেষ করেছে।

নাম: ২৫টি মজার গল্প কিতাবুল মুকাদ্দাসের আলোকে ।

বই সম্পর্কে : বইটি খ্রিস্টানদের একটি বই। শিশুদের মস্তিস্ক বিকৃত করার জন্য গল্পের আকারে খ্রিস্টধর্ম শিশুদের কাছে প্রচার করে। বইটিতে সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। গাজিপুরে এক মাদরাসায় ছাত্রদেরকে বিকেল বেলায় এই বইগুলো বিনা মূল্যে বিতরতণ করা হয়। পরবর্তীতে উস্তাদগণ বুঝতে পেরে তাদের থেকে বইগুলো জমা নিয়ে নেন। কারণ শিশুরা মানষিক ভাবেই গল্প পছন্দ করে। এধরণের আরো অনেক বই আছে, যেমন ১০০টি মজার গল্প।

নাম: ঈসায়ী যোগাযোগ।

বই সম্পর্কে :বইটিতে রয়েছে মুসলমানদেরকে কিভাবে খ্রিস্টধর্মে আকৃষ্ট করবে, দাওয়াত দিতে কি কি বাধা হতে পারে ও তা কাটানোর উপায় কি? দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি কি? ইত্যাদি বিষয়ে লেখা ।

নাম: আল্লাহতাআলার মহব্বত ।

বই সম্পর্কে : বইটিতে ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেখ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

নাম: নবি ইবরাহিমের ধর্ম কি ছিল?

বই সম্পর্কে :বইটি হলো খ্রিস্টানদের লেখা। বইটিতে ইবরাহিম আ. এর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বইয়ে ইব্রাহীম আ. সম্পর্কে ইয়াহুদী খ্রিস্টান ও মুসলিম সকলের বিশ্বাসকে একত্রিত করে কৌশলে খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দিয়েছে।

নাম: ইসমাইল এর ঈমান ।

বই সম্পর্কে : বইটি হলো খ্রিস্টানদের একটি বই। মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য বইটি ইসলামী পরিভাষায় লেখা হয়েছে। বইটির ইনার পেজে শুরুতে আরবীতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা আছে। এর পর বাংলায় লেখা আছে আসসালামু আলাইকুম। এর পর আবার আরবীতে লেখা আছে ''ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম।'' যে কোনো ব্যক্তি বইটি দেখলে মনে করবে এটা কোনো বড় আলেমের লেখা বই। এটা কোনো ইসলামী বই। একটি সাক্ষাৎকারের ভঙ্গিতে বইটি সাজানো হয়েছে। বইটি মুলত খ্রিস্টানদের একটি বই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজতে থাকার তৌফিক দান করুন।

নাম: বেহেস্তী মানুষ ।

বই সম্পর্কে: বইটি মুলত ইউন নামে একজন চীনা খ্রিস্টানের জীবন কাহিনী। বইটি অনুবাদ করেছে ইসলামী পরিভাষায়। বইটিতে খ্রিস্টান প্রচারকের নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেছে। এবং

জীবনীমুলক কথা বলে উপন্যাসের ভঙ্গিতে বইটিতে খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দিয়েছে। বইটি খ্রিস্টান প্রচারকরা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করে।

নাম: বাইবেলের চব্বিশটি গল্প। লেখক: জর্জ ও মে ইন্‌গ্রাম ।

বই সম্পর্কে:বইটি মুলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য লেখা। বইয়ের ইনার পেজের শুরুতেই লেখা আছে গ্রামে প্রচারের জন্য। বইটির নাম দেওয়া হয়েছে বাইবেলের চব্বিশটি গল্প, কিন্তু বইটিতে লেখা যীশুর জন্ম, তার মা মেরীর জীবনী এবং যীশুর প্রতি ঈমান আনা ও খ্রিস্টধর্মের প্রতি দাওয়াত দেওয়াই হলো বইয়ের মূল বিষয়। এমন ছদ্মনামে তারা বই প্রচার করে কিন্তু লেখা থাকে খ্রিস্টানদের দাওয়াত।

নাম: আনন্দের পথ । লেখক: বইয়ে নাম নেই ।

বই সম্পর্কে : অনুশীলনের মাধ্যমে মুরতাদদেরকে খ্রিস্টধর্ম শেখায়।

খ্রিস্টানদের বানানো কুরআন শরিফ:

খ্রিস্টানরা আরব মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য কুরআন শরিফের আয়াত বিকৃত করে, মাঝে মাঝে বিভিন্ন শব্দদিয়ে তাদের মন মতো কুরআন শরিফ লিখেছে। যা দ্বারা সাধারণ মানুষ ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু একজন আলেমের সামনে তা ধরা পরে যাবে। কারণ তাদের কুরআনের ব্যাকরণগত বহু ভুলে ভরপুর। এইগুলো আবার সুরা বানিয়েছে। তার নাম দিয়েছে ভিন্ন, যেমন সূরাতুল হায়াত, সূরাতুল কিতাব, সূরাতুল আফজাল, সূরাতু আরজ, আদ্দুআ, সুরাতুন্নাবী, সূরাতু তাসাজ্জুদ, সূরাতুল ওয়াসায়া, সূরাতুল ইমান, ইত্যাদি একটি সূরার নাম দিয়েছে ‘সূরাতুল মুসলিমুন’। সেখানে লিখেছে অর্থ,‘হে মুসলমানগণ তোমরা পথভ্রষ্টতার মধ্যে আছো।

প্রচার ও প্রচরণার অপকৌশল

নকল ইমাম তৈরী:

তারা গোপনে খ্রিস্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরী করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলন ‘জবাজ’ নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভার সভাপতির ভাষণে বলেন: মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়ে দেয়ার কৌশল অবম্বন করেছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। তারই বাস্তবতা প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের দেশে।

মসজিদের খতীব খ্রিস্টান:

লালমনিরহাটের আদিদমারি থানায় দূর্গাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ গুপদা গ্রামে একজন খতীব সাহেব আছেন যিনি মসজিদে জুমাআর খুৎবায় এমন কিছু কথা বলেন; যা আপত্তিকর। তিনি বলেন, নামায পড়তে পড়তে যদি কারো কপালে দাগ পড়ে যায় তবুও সে জাহান্নামে যাবে। খতীব সাহেব আরো বলেন, কেয়ামাতের পূর্বে ইসা আ. আসবেন। তখন তো তাকে মানতেই হবে। তাহলে এখন মানতে অসুবিধা কোথায়? আরো বলেন, মাটির নিচের নবী উত্তম না আসমানের উপরের নবী উত্তম? যিন্দা নবী উত্তম না মৃত নবী উত্তম? ইত্যাদি। জানা গেল খতীব সাহেব আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সক্রিয় সদস্য। আর আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট হল, খ্রিস্টান মিশনারীর ছদ্মবেশী একটি সংস্থা।সেবার আবরণে খ্রিস্টধর্ম প্রচারই যাদের মূল লক্ষ্য।

ইসলামী নাম ধারণ:

এখন খ্রিস্টানরা তাদের দাওয়াতী কৌশল পালটিয়েছে। যারা নতুন করে খ্রিস্টান হয় তাদের নাম পরিবর্তন করে না। এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে। যেমন আব্দুল ওয়াহ্হাব, সুলতান আহমদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরও একধাপ এগিয়ে নিজেদের খ্রিস্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসা মসীহুল্লাহ।"এর কারণ হলো তারা মুসলিম সমাজেই থাকতে চায়। এই নামে অন্য মুসলিমদেরকেও দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ পায়।

মিশনারী স্কুলের মাধ্যেমে তাদের টার্গেট:

খ্রিস্টান মিশনারী প্রেরক সমিতির সভাপতি বলেন, খ্রিস্টান মিশনারীদের বড় উদ্দেশ্য, যেসব ছাত্র আমাদের স্কুলে থেকে শিক্ষাসমাপন করে বের হচ্ছে, তাদের মন-মস্তিষ্ক আমাদের ধাঁচে গড়ে তোলা। (আপনি ঢাকায় বা বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে দেখবেন একটি ইসলামিক স্কুলে ছাত্র দেওয়ার চেয়ে অভিবকরা বেশি খুশি হন মিশন বা গির্জা স্কুলে ছেলে- মেয়েদের ভর্তি করতে পেরে। কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে, ইংরেজি বলতে পারবে, স্মার্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে, বহির্বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারবে) তিনি বলেছেন, কোন গির্জায় স্কুলে যদি কোনো মুসলমান ছেলে পড়ে তাহলে আমাদের লাভ। কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সে ইসলাম থেকে বের হয়েগেছে। জুমায় যাবে, ঈদের নামায পড়বে, মা-বাবা মারাগেলে জানাযায় যাবে কিন্তু মন মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারনা, ইসলাম বিমুখ হবে। ইসলামের পক্ষে সে কথা বলবে না। বরং সে নিজের অজ্ঞাতে আমাদের মিশনারীগুলোর একজন বড় পৃষ্টপোষক হয়ে যাবে। বর্তমানে তাদের কথার প্রতিফলনের বহু নমুনা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন: আমাদের স্কুলে যদি তাকে মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে সে আমাদের মিশনারীর বিপক্ষে একটি টু শব্দও করবে না।

মশনারী স্কুলের মাধ্যমে যা শিক্ষা দেওয়া হয়:

দৈনিক নয়াদিগন্তের এক রির্পোট অনুযায়ী নীলফামারীতে আরো পাঁচটি সংগঠন রয়েছে, যারা ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খ্রিস্টের বই, যীশু খ্রিস্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ায়। ছোটদেরকে "সিবগাতুল্লাহ" নামের একটি বই পড়ানো হয়, যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করে কচি বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হয়। সেভেন ডে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট এর একটি স্কুলে ছোট ছোট ছেলে- মেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে 'ইটারি ডে জারি'র লেখা "আমার বাইবেলের বন্ধুগণ" পড়ানো হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই খাতা পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।মিশনারী স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের উক্তি

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নে। সেখানে খ্রিস্টানদের কাজ রমরমা। উপজাতীদের বসবাস বেশী। উপজাতীরা প্রায় সকলেই খ্রিস্টান। উপজাতিদেরকে খ্রিস্টান বানাতে তারা শতভাগ সফল। এবার মুসলমানদের পালা। সেখানে স্কুল খোলা হয়েছে। মুসলমান ছেলে মেয়েরা ওখানে পড়ে। খাতা কলম, চক-সিলেট তারাই সরবরাহ করে। স্কুলের পক্ষ থেকে তাদেরকে দুপরের খাবার দেওয়া হয়। অভিববক দেরকেও দেওয়া হয় বিনাসুদে ঋন। মাঝে মাঝে চাল ডালও দিয়ে থাকে। ছাত্রদেরকে পড়ায় বাইবেল ও ইঞ্জিল।

সমিতির মাধ্যমে ধর্ম প্রচার

খ্রিস্টান মিশনারীগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে পুরুষ-মহিলাদের নিয়ে সমিতি গড়ে তুলেছে। আর সেই সমিতির সদস্যদের পড়ানো হচ্ছে বাইবেল। বিভিন্ন সিডি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যীশুখ্রিস্টের জীবনীমূলক চলচ্চিত্র। তাদেরকে পড়ানো হয় ইঞ্জিল শরিফ নামে বাইবেল। লুকের লেখা "হযরত ঈসা মসীহ" এবং 'মুসলমান ও হিন্দুরা ১০০ ভাগ জাহান্নামী আর খ্রিস্টানরা ১০০ভাগ জান্নাতি' সহ আরো কত বিচিত্র বই। রাতের আঁধারে শিশু ও মহিলাদের দেখানো হয় বিভিন্ন সিডি। 'আগাবে' নামক একটি সমিতিতে সপ্তহে ২টাকা জামা নেয়া হয় এ বলে যে, যখন এক হাজার টাকা জমা হবে তখন তাদেরকে দশ হাজার টাকা দেয়া হবে। এ রকম লোভ দেখিয়ে তারা দরিদ্রদের হাত করছে। একজনকে ২৮ হাজার টাকার চাকরি দেয়া হবে বলে খ্রিস্টান বানিয়েছে। ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চ ও খ্রিস্টান লাইফ অব বাংলাদেশ (সি.এল.বি)'র ইউনিয়ন ইনচার্জ নতুন রায়ের ভাষ্য মতে, ১২ই জুন ৪৫জন মুসলমান ও ১৩ই জুন ৫৬জন হিন্দুকে শিশাতলী গীর্জায় নিয়ে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে।

যুবতী প্রচারক

খ্রিস্টান মিশনারীর নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খ্রিস্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। যাতে পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে। তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে সাধারণ নারীদেরকে নাজাতের কথা বলে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। দেশে তাদের অনেক নারী প্রচারক আছে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুসলমানদেকে খ্রিস্টান বানায়। মানুষের ঘরে ঘরে যায়। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য যুবতীদেরকে কাজে লাগায়। অনেক সময় আবার টার্গেট করে ছেলেদেরকে প্রেমের টোপে ফেলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের কয়েকজন

১। ড. উইলিয়ম কেরী: তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী। তিনি পশ্চিম বাংলায় কৃষি কাজ করেছেন। তার ভাষা ইংরেজী, তিনি এদেশে এসে বাংলা ভাষা শিখেন। তিনি দেখলেন, বাংলা ভাষা কোনো সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ নয়। এটাকে ইংরেজী ভাষার সাথে মিলিয়ে একই ফর্মে একটি উন্নত ভাষা করা যায়। তিনি বহু বছর সাধনা করে এ বাংলাকে আধুনিক বাংলায় রুপান্তরিত করেন। বাংলা ভাষার উন্নতী সাধনে তার অবদান অনস্বীকার্য। তারপর তিনি কলিকাতায় সুপিরিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল হন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বাইবেল প্রচার। তখন বাংলা বর্ণনের কোনো ছাপাখানা ভারতবর্ষে ছিল না। তিনি ইংল্যান্ডে অর্ডার দিয়ে বাংলা বর্ণনের ছাপা মিশিন নিয়ে আসেন এবং বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপান। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজী বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বিলি করেন। এমন ত্যাগ যদি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে থাকতো তাহলে আমাদের এত দুর্দশায় পড়তে হতো না।

২। মাদার তেরেসা: তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলায় তার প্রতিষ্ঠিত ৩০০ এতিমখানা রয়েছে। মাদার তেরেসার এক বড় টার্গেট ছিল ২০৫০ সালের মাধ্যে বাংলাদেশকে খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা।

এছাড়াও ডা. টমাস, ফাদার টর্সবারলার, টর্বেন্ডে পিটারশন, আলফ্রেডবরিণ মন্ডল, ড. অলসন খ্রিস্টান মিশনারির এসকল নেতারা বছরের পর বছর ধরে বাংলার এ দুর্গম পাহাড়ের ভিতরে জীবন যাপন করে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। আমরা ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামকে ধর্ম প্রচারের জন্য

যেভাবে নিবেদিত পেয়েছি এই খ্রিস্টান নেতাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উৎসাহ তার চেয়ে বেশী না হলেও কম ছিল না। আমাদের ঐতিহ্য আমরা রাখতে পারিনি। আমাদের ঐতিহ্য খ্রিস্টানরা নিয়েগেছে। সেবা দিয়ে তাদের টার্গেট কি? পৃথিবীর পথে ঘাটে পড়ে থাকা শিশুদের এবং রাস্তার দ্বারে অবহেলিত জারজ সন্তানদের তাঁরা পিকআপে করে নিয়ে যায় তাদের সেন্টারে। এ শিশুদের মেধাবিদেরকে তারা শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে ডাক্তার. পাইলট, সেনাবাহিনী ইত্যাদি বানায়। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ বাধলে এদেরকে ব্যাবহার করা হয়। যেমন আফগান, ইরাকে যুদ্ধরত বহুত আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য মারা গেছে। কিন্তু এদের অনেকের জন্য চোখের পানি ফেলার মতো কোনো আপনজন পাওয়া যায় না। কারণ এদের অধিকাংশই পথের দ্বারের অবহেলিত পরিচয়হীন জারজ সন্তান।

বাংলাদেশে যেসব প্রচারক মানুষকে খ্রিস্টান বানানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ফাদার এনজো কর্বা, পিমে

তিনি যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন ২৮জুন ১৯৫৬ খ্রিঃ ইতালীতে । তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারের কাজ করেন। যেসব স্থানে কাজ করেছে নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো। ১৯৫৮-১৯৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁয়ের সদর থানার রুহিয়া গ্রামে ও এই অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। এই রুহিয়া হলো ঠাকুরগায়ের একটি দূর্গম গ্রাম। সেখানে তারা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা শিখে এসেছে। এর পর তিনি ১৯৬০-১৯৬২খ্রিঃ পর্যন্ত বনপাড়ায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ১৯৬২-১৯৬৫খ্রিঃ পর্যন্ত বেনিদুয়ার। বেনিদুয়ার থেকে চলে আসেন দিনাজপুর জেলার সুইহারীতে। ওখানে ধর্মপচার করেন ১৯৬৫- ১৯৭২খ্রিঃ পর্যন্ত। ১৯৭২-১৯৯১খ্রিঃ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন বরিশালের গৌরনদীর রাজপুরে। এরপর তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য পাড়িজমান ফিলিপাইনে। ওখানে ১৯৯১-১৯৯৭খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় সাত বছর ধর্ম প্রচার করেন। এরপর আবার ফিরে আসেন বাংলাদেশে। এসে চলে যান দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার বটতলির পাশে সিংড়া ফরেষ্টে। ওখানে ১৯৯৭-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত। এই সিংরা বনে সাধরণত মানুষ খুব কম চলাফেরা করে। সেই বনের ভিতরে বিশাল গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছে। ওই এলাকার সাঁওতালদেরকে খ্রিস্টান বানিয়েছে। অনেক মুসলমানকেও খ্রিস্টান বানিয়েছে। স্থানীয় একজন আলেমের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম ওই গির্জার পাশে সেমিনার রুমে সাধারণ মানুষকে এনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মাঝে মাঝে এলাকার সাধারন কোনো ইমাম বা হুজুর টাইপের কাওকে ডেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে, উত্তর দিতে না পারলে বলে দেখেছ, মুসলমানরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি এবং মুসলমানরা হুজুর ইসা আ. এর প্রশংসা করেছে। এর দ্বারা বুঝা গেল খ্রিস্টধর্মই সত্য। এভাবে ওই এলাকার সাধারণ মানুষকে খ্রিস্টান বানিয়েছে। সর্বশেষ ২৯নভেম্বর ২০১২সালে সেই দূর্গম এলাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখানেই তার কবর রচিত হয়েছে।

ফাদার মারিয়ানো পনইজনিব্বি, পিমে

তিনি যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন ১৫জুন ১৯৮৫ খ্রিঃ ইতালীতে। জন্মও তার ওখানে। তিনি বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারের কাজ করেন বিভিন্ন স্থানে। সে সব স্থানে কাজ করেছে নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো। -১৯৮৯ খ্রিঃ রহানপুরে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। এর পর তিনি ১৯৯০-১৯৯৫খ্রিঃপর্যন্ত গুল্ডায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ১৯৯৫খ্রিঃ ধর্মপ্রচার করে মিরপুরর ও মোহাম্মদপুরে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারের কাজ করেন। ২০০০- ২০০৩খ্রিঃ পর্যন্ত

খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন ইতালির বুস্তো আর সিসিওতে। ২০০৪-২০০৭খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় চার বছর ধর্ম প্রচার করে। এভাবে ওই ভদ্র লোক মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য পুরো জীবন শেষ করে দেয়। সর্বশেষ বুকিয়ানো ইতালিতে ২৫-০১-২০০৭ইং সনে মারা যান।

ফাদার কার্লো কালাঙ্কি,পিমে

তিনি যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন ২৯জুন ১৯৫২ খ্রিঃ ইতালী । বাংলাদেশসহ বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ করেন। যে সব স্থানে কাজ করেছে নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো। ১৯৫৮ -১৯৬৭খ্রিঃ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার নিচপড়া এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন। এরপর তিনি ১৯৬৮-১৯৬৯খ্রিঃ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ১৯৬৯-১৯৭২ ইং সালে আবার চলে যান ইতালীর রোমে। ১৯৭২-১৯৭৭খ্রিঃ পর্যন্ত আন্ধারকোটায় কাজ করেন। এর পর আবার চলে আসেন বাংলাদেশে। ১৯৭৭-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন দিনাজপুর জেলায়। এভাবে ওই ভদ্র লোক মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য পুরো জীবন উৎসর্গ করেন। সর্বশেষ দিনাজপুর জেলায় ১২-০২-২০১৩ইং সনে মারা যান।

ফাদার রিনাল্ডো নাভা, এস এক্স

তিনি যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন-০৩ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিঃ ,(ইতালী)। ধর্মপ্রচারের কাজ করার জন্য বাংলাদেশে আসেন ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে। ধর্ম প্রচার করেন দেশের বিভিন্ন স্থানে। প্রায় পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই কাজকে তার জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে ছিলেন। তার জন্ম হলো ইতালিতে। ৮-৬-১৯৫১ ইতালিতে জন্ম গ্রহন করেন। ইতালিতে থাকেননি,পাড়ি জমালেন বাংলাদেশে। সর্বশেষ যশোর জেলায় ০৪-০৭-২০১১ইং সনে মৃত্যুবরণ করেন।

ডাঃ রেমো বুকারী (জেভেরিয়ান মিশনারী ব্রাদার জন্ম: ইটালীর আভাবেললী ২৮জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রীঃ। তিনি জীবনের ৪৮টি বছর কাটিয়েছেন যশোরের ফাতিমা হাসপাতালে। এখানে মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। আর এই চিকিৎসার আড়ালে দাওয়াত দিয়েছেন অসংখ্য মানুষকে।

খ্রিস্টানদের চ্যালেঞ্জ:

গ্রামটির নাম হলো মাদিলা হাট। সেই এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারী ‘ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা’ এলাকার মহিলাদের গরু, ছাগল ঋণ দেয় এবং প্রতি মাসে কীভাবে পশু-পাখি লালন-পালন করবে তার প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে কুরআনের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং গ্রাম্য সরলমনা মহিলাদেরকে এ বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে যে, যদি তোমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার তাহলে অফিসের আমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাব। আর যদি উত্তর না দিতে পার, তাহলে তোমরা সকলেই খ্রিস্টান হয়ে যাও। সেই মহিলারা মাদরাসার ছাত্র নাজিবুর রহমানকে প্রশ্নগুলো জানাল। নাজিব তার উস্তাদগনকে জানান, তার উস্তাদগণ জানালেন আমাদেরকে। আমাদের আগমনে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। ঢাকা থেকে উলামায়ে কেরামের আগমন টের পেয়ে ওয়র্ল্ড ভিশনের লোকেরা হতচকিত হয়ে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মোবাইলও ছিল বন্ধ। এ হল মিশনারীগুলোর অবস্থা। মুখে মুখে সেবার মোহনয়ী শ্লোগান। আড়ালে জনগণের সরলতার সুযোগে ধর্মান্তরের চেষ্টা। এ ব্যাপারে এখনি সর্তক হওয়া আমাদের কর্তব্য।

মুসলিম বিশ্বে ইহুদিদের চক্রান্ত ও অত্যাচার :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ الْسِنَتَهُم بِالْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَنُو لُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(َ

"আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, 'তা আল্লাহর পক্ষ হতে'; কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়।"

(সূরা আ-লে 'ইমরান ৩: ৭৮)

উল্লেখ্য এখানে এ কথাই প্রতীয়মান যে, ন্যায় কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা অপরকে বিভ্রান্ত করা এদের নীতি-নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা এবং মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করা ইয়াহূদীদের স্বভাবজাত ধর্ম। তাই এদের উপর তলার লোকগুলো মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। জাতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোন্দল সৃষ্টি করা এদের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু ইবলীসের যে কাজ মূলতঃ তা-ই এদের কাজ। এতেই এদের আনন্দ ও তৃপ্তি। মানুষকে বিশেষ করে মুসলিম রাজ্যের মধ্য অশান্তি লাগিয়ে তাদের ধর্ম ও চরিত্র নষ্ট করায় হচ্ছে এই ইবলিসী দলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম দুই যুগে এরা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। 'উসমান ও 'আলী (রাযি.)-এর যুগে যখন মানুষ সংসার ও নেতৃত্বের মোহে ক্রমান্বয়ে আবিষ্ট হল; তখন এরা শাসক ও প্রজাগণের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করত; মুসলিম প্রশাসন যন্ত্র তছনছ করার পিছনে উঠে পড়ে লাগে। আর 'আকীদার দিক দিয়ে মুসলিম জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তারপর দলাদলি, একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে ক্রীড়ানক হওয়ার উপযুক্ত পাত্র হিসেবে অবুঝ যুব সম্প্রদায়কে দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করিয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোতে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজমান তা ইয়াহুদীদের পরিকল্পিত নীলনকশা ও চক্রান্ত। উক্ত গ্রন্থ হতে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি;

১। ধর্মের প্রতি যুব সম্প্রদায়কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা এবং ধর্মনেতাদেরকে বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করা।

২। মদ, জুয়া, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে উন্মাদ করে তোলা; আর নাইট ক্লাব ও সোসাইটি লেডিদের মাধ্যমে নৈতিক উউচ্ছৃঙ্খলতার উৎসাহ প্রদান করা।*

* পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে দু'শোর বেশী পতিতালয়, দু'শোরও বেশী যৌনসংঘ আছে। যারা সারা দেশে বারবনিতা যোগান দেয়। প্রায় দশ লক্ষ মানুষ প্রতি মাসে বাজারের সামনে বা রাস্তার ধারে কর্মরত অথবা উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গদানকারিণী হিসাবে কর্মরত বেশ্যাদের কাছে গমন করে। (জেরুজালেম পোস্ট, আগস্ট ২৮/২০০০)

৩। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি। শ্রমিক আন্দীলনের নামে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করা।

৪। একনায়কত্ববাদী শাসনের মাধ্যমে জনগণ ও সরকারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

তাই এদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدَ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا

قَالُوا بَلْ يَدَهُ مَبْسُوطَين يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ..... وَيَسْعَوْنَ فِي

الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(

"ইয়াহুদীগণ বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ (কৃপণতা) তারা-ই রুদ্ধহস্ত এবং তারা যা বলে তজ্জন্য তারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন ... তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়; আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না।" (সুরা মায়িদাহ ৫: ৬৪)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অপর আয়াতে তাদের সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ولتجدن أقربهم(

"অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে।" (সূরা মায়িদাহ্ ৫:৮২)

ইহুদিদের চক্রান্তের শিকার হয় তুরস্ক।ইহুদিরা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। একদিকে আরব ও অনারবদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে তূর্কী খিলাফতের অধীনে যেসব আরব অফিসার ও সৈন্য নিয়োজিত ছিল; ইংরেজ ও ইয়াহূদ সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে তাদের মনে তুর্কী সুলতানের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির কাজ শুরু করে। আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষাগত জাতীয়তার সত্য ও মুখরোচক শ্লোগানে মুসলিমদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। তাদের দুর্বল করার হীন প্রচেষ্টা নব্য সমাজকে সহজে আকৃষ্ট করে এবং এর ফলে আরব-তুর্কী সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। অপরদিকে 'ফ্রী ম্যাশন' আন্দোলন তুর্কীর অভ্যন্তরে যুবক শ্রেণীর মাঝে খিলাফত ও ইসলামের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার কাজে সূক্ষ্মভাবে লিপ্ত হয়। তুর্কীর বিপ্লব প্রধানতঃ ইয়াহূদীদের পরিকল্পনা মোতাবিক সংগঠিত হয়েছিল। তুর্কী আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের একটি মাত্র অপরাধ ছিল। আর তা হলো ইসলামী আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস। কামাল পাশা ইসলামী ইবাদাত, ইসলামী রীতিনীতি ও আদব-কায়দা সবকিছুই নিষিদ্ধ করে। এমনকি আরবী ভাষায় কুরআন পাঠ করাও অপরাধ বিবেচনা করে।

এভাবে ইসলামবিরোধী ও ইয়াহূদী প্রভাবান্বিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহূদী রাষ্ট্র স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। 'ফ্রী ম্যাশন' আন্দোলনের প্রভাবে কামাল পাশার ইসলাম-বিরোধী তৎপরতায় ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ আরও সহজ হয়ে যায়। ইয়াহুদী চক্রান্ত একদিকে মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি ও নানাবিধ ছয় আন্দোলনের মাধ্যমে যুব-সমাজকে ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে।

ইয়াহূদ ও নাসারাদের অবক্ষয়ের উৎস আসমানী শিক্ষা পরিত্যাগ করা। কেউ ধর্ম মন্ত্রী, কেউ বাবা, কেউ পীর কাশফ ইলহাম ও কারামতির অধিকারী রূপে তারা তাদের দালালগোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত হতে থাকলো। এভাবে কুচক্রী শাসক মণ্ডলীর দালাল পাদরী বাবারা জনগণ ও সরকারের মাঝখানে মাধ্যম হয়ে সরকারের হাত মজবুত করতে থাকে। ঐ সাথে ধর্মের আসল রূপ বদলে শাসক গোষ্ঠীর পছন্দমত আইন প্রণয়ন করতে করতে আসমানী শিক্ষার প্রকৃত রূপ পাল্টে দিয়েছিল। নিজেদের কপোলকল্পিত বক্তব্যগুলি ধর্মের নামে প্রচার করা আরম্ভ করলো, যাতে

জনসাধারণ বুঝতে না পারে যে, মূল দীন কোন বিষয়। ঐ সাথে সাথে পাদরী বাবাদের দালালেরা জনগণকে বুঝাতে থাকে যে, পাদরী বাবারাই স্বর্গের মালিক। আখিরাতের বৈতরণী পার হতে হলে এদের সেবা যত্ন ও নজর নিয়াজ দিয়ে কল্যাণ ও নাজাতের পথ অবলম্বন কর। ফলে জনগণ 'আমলী ক্ষেতকে অনাবাদী করতঃ পাদরী বাবাদের করুণার প্রার্থী হলো। তারাও সুযোগ বুঝে জনগণের পারলৌকিক জীবনের অধিকারী রূপে আস্তানা গেড়ে বসলো। জনগণও ধর্মীয় নেতাদের স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিল। এভাবে তাদের সমাজের বাবা ও পীর গ্রুপরা যেন ভাল মন্দের অধিকারী এ পর্যায়ে স্থান পেয়ে গেল। তারা নিত্য নতুন ভেদ তত্ত্বের নামে ভক্তদের জন্য আইন নীতি ও তরীকা আবিষ্কার করতঃ যেটুকু অবশিষ্ট আসমানী শরী'আত ছিল তা সমস্তই বিদ'আতে পরিপূর্ণ করে দিলো। কুরআনে এদের সম্পর্কে ঘোষিত হলো:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)

"আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে ছেড়ে তাদের ফকীহ ও দরবেশগণাকেই মা'বুদ স্বরূপ বানিয়ে নিল।" (সূরা তাওবাহ্ ৯: ৩১)

বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচার:

দক্ষিণ ইয়েমেনে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। দক্ষিন ইয়েমেনে সমাজতন্ত্র যতই পাকাপোক্ত হতে থাকে সেখানকার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার ততটা তীব্রতা ধারন করতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর হতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ইয়েমেনের মুসলমানরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার। কারন সমাজতন্ত্রে প্রথম শিকারই হচ্ছে ধর্মপ্রান মুসলমান। সমাজতান্ত্রিক যাঁতাকলে নিপিষ্ট আফগান এবং সিরিয়ার মুসলমানদের নির্যাতনের খবর পৃথিবীর মানুষ জানতে পারলেও দক্ষিন ইয়েমেনের নিপীড়িত মুসলমানদের নির্যাতনের খবর অনেকেই জানতে পারে না।পঞ্চাশের দশকে মিসর এবং সুদানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হলে তখনই তা পার্শ্ববর্তী দেশ ইয়েমেনে ছড়িয়ে পড়ে। লাল হাতুড়ী এবং কাছের কমিউনিজম দক্ষিন ইয়েমেনে শুধু মাথা উচু করেই দাঁড়ায়নি বরং তা অফিস আদালত এবং মসজিদগুলোতেও পর্যন্ত প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ইয়েমেনের মসজিদ গুলোও বর্তমানে সমাজতন্ত্রী ক্যাডারদের প্রশিক্ষনকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। দক্ষিন ইয়েমেনের রাজধানী এডেনে "সেন্ট্রাল ইসলামিক ইন্সটিটিউট" নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যা ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালাত। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তা বামপন্তী নিরাপত্তা বাহিনীর সদর দফতরে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং বুদ্ধি জীবীদেরকে কমিউনিস্ট সরকারের হাতে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এককালের জ্ঞান- গরিমার শহর ট্রেইমের তিনশত পঁয়ষট্টির মত মসজিদকে জোর পূর্বক ইমামবিহীন করে রাখা হয়েছে। টেইম, এডেন, ওয়াদীডাউন, আলওয়াহদী এবং বিহানের একশ 'জন শ্রেষ্ঠ আলেমকে বামপন্থীরা বর্বর নির্যাতন চালিয়ে মেরে
ফেলে। ইমামদের গাড়ীর পেছনে বেঁধে গাড়ী চালিয়ে দেয়া হয়েছে যতক্ষন না এরা মৃত্যুবরন করেছে। কিন্তু এইসব নৃসংশ নির্যাতনের করুন চিত্র নাস্তিক্যবাদী ইয়েমেনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে বাইরের জগতে প্রকাশিত হতে পারেনি। যারা দূর্বিসহ অবস্থা হতে কোন রকমে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তাদের মুখ হতেই কমিউনিষ্ট নির্যাতনের এসব তথ্য জানতে পারা যায়। পালিয়ে আসা মুসলমানদের একজনের বক্তব্য হচ্ছে, "সেখানে তাদের সামনেই দু'জন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। নাবিল মুরশিদ নামে একজন যুবককে মেরে তার ঘরের সামনে ফেলে রাখা হয়। দেশের ছেলেমেয়েদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজতন্ত্র শিক্ষাদান করা হয়।

প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ বার্মা। আরাকান প্রদেশের জনসংখ্যার মধ্যে সু'ধরনের ধর্মাবলয়ী মানুষ আছে। এর মধ্যে যারা রোহিঙ্গা তাদের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম অন্য শ্রেণীর মস জাতীয় মানুষেরা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পুরো বার্মায় মোট ছয় মিলিয়ন মুসলমানের বাস।

এর ২৫ মিলিয়নই হচ্ছে আরাকান মুসলিম।বার্মা ভূখন্ডের সাথে একত্রিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আরাকান ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বহু শতাব্দী পর্যন্ত দেশটি স্বাধীন থাকার পর ১৭৮৪ সালে তা বামার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। তার প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পর ১৮২৩-২৪-সালে এংলো বার্মা যুদ্ধের সময় দেশটি বৃটিশের হাতে চলে যায়। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত আরাকান বৃটেনের করায়ত্ব থাকে। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা অর্জনের সময় হতেই আরাকান মুসলমানদের উপর নেমে আসে ঘোরতর দুর্দিন। জুলুম এবং সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হতে থাকে রোহিঙ্গা মুসলমানরা। ঘরবাড়ী হতে উৎখাত ছাড়াও বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম অধিকার হতে বঞ্চিত হয় সেখানসার নিরাপরাধ মুসলিম। ফলে মাতৃভূমিতেই বার্মার মুসলমানরা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

মুসলমানদের প্রতি বার্মা সরকারের বৈরী মনোভাব বহু পূর্ব হতেই। ১৯৩৮ সালে বার্মা কর্তৃপক্ষ তার জুলুমবাজ চরিত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটায়। "বার্মায় বৃটিশ শাসন" গ্রন্থ হতে জানা যায় একজন মুসলিম ও বৌদ্ধের মধ্যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তখন বার্মায় এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে বৌদ্ধরা রেংগুনে এক বিরাট জনসভায় মিলিত হয় এবং মুসলমানদের আক্রমণ করে পত্র-পত্রিকয় উষ্কানীমূলক খবর পরিবেশন করে। ফলে প্রতিটি জেলায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের উপর চলে প্রচন্ড আক্রমণ। এতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিহত হয় দু'শ ভারতীয় মুসলমান এবং আহত হয় প্রায় সাতশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বার্মা সরকার পুনরায় মুসলমানদের উপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে। যার ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার বর্মী মুসলমান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং উদ্বাস্তুদের সরকারের হাতে তুলে দেন। কিন্তু এর পরও মুসলমানদের উপর বার্মা সরকারের নির্যাতন বন্ধ হয়নি। বার্মার সরকারী নির্যাতনের মুখে বহু মুসলমান বাংলাদেশসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব উদ্বাস্তু মুসলানদেরও দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। বার্মার এইসব উদ্বাস্তু মুসলমানদের ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের কোন দেশেই কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যদিও তাদের দারিত্ব এবং কর্তব্য অনেক। এ ব্যাপারে বিশ্বের সাহায্য সংস্থাগুলোকেও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। জাতিসংঘ উদ্বাস্তুহাই কমিশন (UNHCR) দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের ছিন্নমূল মানুষের জন্য যেভাবে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বার্মার দুঃখী মানুষের ব্যাপারে বোধ হয় ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। (UNHCR) এর কাছে দুনিয়ার মানবতাবাদী সকল মানুষের এটা প্রত্যাশা যে তারা স্থান কাল পাত্র ভেদে নয় বরং সকল ক্ষেত্রেই সহযোগিতার উদাহরণ পেশ করবে।

দেশের বৃহত্তম ধর্মীয়-সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়গুলো প্রায়শই হিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সহিংস আক্রমণ ও হামলার শিকার হয়েছে। অতীতে, এই আক্রমণগুলো সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। তবে, বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়ার পরে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উত্থানের সাথে সাথে আক্রমণগুলো আরও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র-অনুমোদিত কার্যক্রমের আকার নিয়েছে।১৯৫০ সাল থেকে শুরু হওয়ার পর ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাবলীতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় প্রায় ১০০০০ মুসলিম নিহত হয়।ভারত বিভক্তির পর, অক্টোবর-নভেম্বর 1947 সালে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু অঞ্চলে , অনেক মুসলমানকে গণহত্যা করা হয়েছিল এবং অন্যদের পশ্চিম পাঞ্জাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহারাজা হরি সিং-এর বাহিনী দ্বারা মদত ও মদদপ্রাপ্ত চরমপন্থী হিন্দু ও শিখরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এর কর্মীরা দাঙ্গার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আনুমানিক 20,000-100,000 মুসলমানকে গণহত্যা করা হয়েছিল।

2014 সাল থেকে, চীনা সরকার জিনজিয়াং-এ উইঘুর এবং অন্যান্য তুর্কি মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি সিরিজ করেছে যা প্রায়শই নিপীড়ন বা গণহত্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যাপক নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক, নির্যাতন, গণ নজরদারি, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন, পারিবারিক বিচ্ছেদ, জোরপূর্বক শ্রম , যৌন সহিংসতা এবং প্রজনন অধিকার লঙ্ঘনের খবর পাওয়া গেছে।

জাতিসংঘ হিউম্যান রাইটস অফিসের 2022 সালের মূল্যায়নে, জাতিসংঘ বলেছে যে জিনজিয়াং অঞ্চলে চীনের নীতি ও কর্মকাণ্ড মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হতে পারে, যদিও গণহত্যা শব্দটি ব্যবহার করেনি।2020 সালে, 39টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে চীনের নীতির সমালোচনা করে বিবৃতি জারি করেছে, যেখানে 45টি দেশ চীনের "জিনজিয়াং-এ অবরুদ্ধকরণের পদক্ষেপ" সমর্থন করেছে এবং "মানবাধিকার বিষয়ক রাজনীতিকরণ এবং দ্বিগুণ মানদণ্ড" এর বিরোধিতা করেছে।

অধিকাংশ ফিলিস্তিনি জনগণের ধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে ফিলিস্তিনে ইসলামই হচ্ছে প্রধান ধর্ম। ইসরাঈলি দখলদারি বসতিসহ পশ্চিম তীরের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ হচ্ছে মুসলিম এবং গাজা উপতক্যায় শতকরা ৯৯ ভাগই মুসলিম। ১৯৪৮ সালে সংঘটিত,নাকবাকে ফিলিস্তিন যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনি আরবদের দেশত্যাগকে বোঝানো হয়। এসময় 700,000 থেকে 750,000 ফিলিস্তিনি আরবরা পালিয়ে গিয়েছিল বা এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল যেটি ইসরায়েলে পরিণত হয়েছিল এবং যা আজ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু হিসাবে পরিচিত । ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের ইস্রায়েলে

ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং ট্রান্সজর্ডান বাদে বেশিরভাগ প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্র তাদের-বা তাদের বংশধরদের-নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করেছিল। 1949 সালে, ইসরায়েল যুদ্ধের সময় বিচ্ছিন্ন হওয়া পরিবারের কিছু সদস্যকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়ার, ইসরায়েলি ব্যাঙ্কগুলিতে জমে থাকা শরণার্থী অ্যাকাউন্টগুলি ছেড়ে দেওয়ার এবং 100,000 শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব দেয়। আরব রাষ্ট্রগুলি এই সমঝোতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, অন্ততপক্ষে কারণ তারা এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক ছিল না যাকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আজ অবধি, তাদের বেশিরভাগই এখনও শরণার্থী শিবিরে বাস করে বাস করে এবং কীভাবে তাদের পরিস্থিতির সমাধান করা উচিত সেই প্রশ্নটি ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি সংঘাতের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে।শুধু ২০২৪ সালেই শহীদের মোট সংখ্যা প্রায় ৪৪ হাজার ২৫০ জনে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা :

ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশে নাস্তিকের সংখ্যা বরাবরই কম ছিল। এরা সংখ্যায় কম হলেও এদের প্রচার ও বুদ্ধিবৃত্তির বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপরীতে অবস্থান নেবার দুঃসাহস দেখাতে পারছে।
মূলত গেল শতাব্দীর শুরুভাগে রাশিয়ার কমিউনিজমে বিশ্বাসীরা এ দেশে নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছে। সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়জয়কারের সঙ্গে হাত ধরে সেক্যুলারিজম আর সেক্যুলারিজমের গর্ভ থেকেই নাস্তিকাবাদ বা এইথিজমের উদ্ভব ও আগমন। সমাজতন্ত্রের যৌবনে এরা প্রধানত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে।
সমস্যা জর্জরিত সদ্য স্বাধীন অভাবী বাংলাদেশে এরা সহজেই তাদের সাম্যের মুখরোচক শ্লোগানে তরুণ সমাজকে মুগ্ধ করে।
সমাজতন্ত্রের পতনের পর এরা পরিবর্তিত বাস্তবতায় নিজেদের ভোল পাল্টাতে থাকলেও সাবেকি ধর্মবিদ্বেষ তথা ইসলামবিদ্বেষের ধারা ঠিকই বজায় রাখে। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত পাকিস্তান রাই ব্যর্থ হওয়ায় এরা সেটাকে ধর্মের বিরোধিতায় কাজে লাগায়।
সিংহভাগ ঈমানদার নারী-পুরুষের আত্মোৎসর্গের বদৌলতে পাওয়া অত্যাচারী ও অবিবেচক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয়কে এরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয় হিসেবে চালাবার অপকৌশল গ্রহণ করে।
স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের প্রকাশ্য রূপ দেখা দেয়। ১৯৭৩ সালে তরুণ কবি দাউদ হায়দার একটি কবিতায় অত্যন্ত নোংরা ভাষায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিশুখ্রিস্ট ও গৌতমবুদ্ধকে নিয়ে ন্যাক্কারজনক কবিতা লেখেন।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদকে প্রকাশ্যে বলে বেড়াবার বিষয় হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন চট্টগ্রামের প্রয়াত জ্ঞানপাপী ড. আহমদ শরীফ। সারা জীবন তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেন। মারা যাবার আগে তিনি নিজের দেহখানি মেডিকেলে চিকিৎসা সেবার জন্য দান (?) করে যান। মহৎ শিরোনামে মূলত একজন নাস্তিককে আল্লাহর সৃষ্ট মাটি তার পেটে ধারণে অস্বীকার জানায়। সারা জীবনের পাপের ফসল স্বরূপ আল্লাহ তাঁকে মাটির ঘরেও জায়গা পাওয়া থেকে বঞ্চিত রাখেন।আহমদ শরীফের পর তার ভাবশিষ্য গণধিকৃত ও দেশান্তরিত সস্তা লেখিকা তসলিমা নাসরিন এবং তার মতো আরেক জ্ঞানপাপী ড. হুমায়ুন আজাদ বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিকতায় পথিকৃতের ভূমিকা রাখেন। ইউকিপিডিয়ায় তাঁর ধর্ম পরিচয়ে লেখা আছে, 'স্বঘোষিত নাস্তিক'। সেখানে তাঁর বিশ্বাস ও দর্শন উপশিরোনামে বলা হয়েছে, হুমায়ুন আজাদ ছিলেন স্বঘোষিত নাস্তিক।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে মত প্রকাশের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠা ব্লগকে একশ্রেণীর যুবক ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক যুবগোষ্ঠী মহান আল্লাহ, পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, মহানুভব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈদ, সালাত, সিয়াম ও হজ সম্পর্কে কদর্য ভাষায় বিষোদগার করে মুসলমানদের ঈমান ও আকীদায় আঘাত হানছে। তাদের কুৎসিত ও অশ্লীল লেখা পড়লে যে কোনো মুসলমানের স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি বিবেকবান অমুসলিমদেরও গা শিউরে ওঠার কথা। ব্লগে ইসলামী বিধান, রীতি-নীতিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায়। নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক কাহিনী ও মতামত লেখা হচ্ছে অবলীলায়। ধর্মদ্রোহী ব্লগারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিরপুরে খুন হওয়া শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আহমেদ রাজিব হায়দার ওরফে থাবা বাবা।

ইসলাম বিদ্বেষী কুখ্যাত ব্লগার রাজিব আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে। সে শুধু একজন স্বঘোষিত নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী মুরতাদই ছিল না, যথারীতি একজন লম্পট ও নারীলোলুপ নেশাকারীও ছিল। পত্রিকান্তরে সেসব খবর বেরিয়েছে। রাজিব খুন হওয়ার পর থেকেই এর জন্য বাংলাদেশের একটি ইসলামী দলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তোলা হয়েছে। অথচ পুলিশি তদন্তে প্রথমেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তার স্ত্রী ও প্রেমিকাকে। অকুস্থলে তার ল্যাপটপে নারীর চুল পাওয়া গেছে বলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। দৈনিক ইনকিলাবে রাজিব নামের এ আলোচিত ইসলামবিদ্বেষী ব্লগার সম্পর্কে জেনে অবাক হয়ে গেলাম। সে যা লিখেছে তা মুসলিম বা অমুসলিম তো দূরের কথা কোনো ভদ্র মানুষের ভাষা হতে পারে না। সে কোথাও কোথাও নিজের ও নিজ সতীর্থদের পীর ড.হুমায়ুন আজাদকেও ছাড়িয়ে গেছে।ওসব লিখে সে নিজেকে ইসলাম থেকে ছিন্ন করে নিয়েছে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ব্লগার রাজিব লিখেছেন, 'সবাই তারেক কোকো আর হাসিনা খালেদার বিদেশে টাকা পাচারের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় করে ফেলছে... এদিকে প্রতি বছর সবার চোখের সামনে দিয়ে কয়েক লাখ হাজী যে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা সৌদি আরবে ঢেলে দিয়ে আসছে সেটা কেউ টু শব্দটা করে না...!!'
২০১১ সালে নিজ ফেসবুক স্ট্যাটাসে মুসলমানদের নিয়ে কটাক্ষ করে লিখেছেন, "মুসলিমদের 'টেররিস্ট' আখ্যা দেয়া অন্যায়, তাদের জন্য উপযুক্ত নাম হলো 'সিরিয়াল কিলার'।"আবার ২৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে আরেক ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'আমরা ঈশ্বর নামক কারও জারজ না... আমাদের বাবা-মায়েরা নিজেদের দৈহিক মিলনের মাধ্যমে আমাদের জন্ম দিয়েছে। আমার

স্রষ্টা আমার জেনেটিক বাবা-মা, আমি তাদের সৃষ্টি। আবার আমি আমার সন্তানদের স্রষ্টা... তারা আমার সৃষ্টি!!! আর এই পুরো প্রকৃয়াটিতে বাবা-মায়ের বাইরে যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয়, সে হলো ধাত্রী অথবা ডাক্তার ও নার্স।

রাজিবের পাশাপাশি আরও যেসব ব্লগার শাহবাগের আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখি চালিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ডা. ইমরান এইচ সরকার, অমি রহমান পিয়াল, আরিফ জেবতিক, নিজেকে নাস্তিক দাবিকারী আসিফ মহিউদ্দিন, ইসলামবিদ্বেষী একটি রাজনৈতিক দলের কট্টরপন্থী ব্লগার ইব্রাহিম খলিল (সবাক) প্রমুখ। [নয়া দিগন্ত ও আমার দেশ]

কুরআনের আয়াত ও ইসলাম নিয়ে আসিফ মহিউদ্দিনের কটাক্ষ:

আসিফ মহিউদ্দিন একজন স্বঘোষিত নাস্তিক। সে কমিউনিজমে বিশ্বাসী। শাহবাগে প্রথম সমাবেশে সে একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেয়। একটি ছবিতে দেখা যায় এ ধরনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ইসলামবিদ্বেষী বৃহৎ দলের বুদ্ধিজীবী ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ওইদিন তাকে পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

আসিফ মহিউদ্দিন (গত ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১ রাত ১১:০০) ব্লগে একটি পোস্ট লিখেছেন। সেখানে ইসলাম ও কুরআনকে কটাক্ষ করে তার লেখা হলো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।আউজুবিল্লা হিমিনাশ শাইতানির নাস্তিকানির নাজিম।'গত বছরের ৫ মে পবিত্র কুরআন শরীফকে মহাপবিত্র 'আহাম্মকোপিডিয়া' লেখার মতোও ধৃষ্টতা দেখায় এ ব্লগার। তবে পরে তীব্র প্রতিবাদের মুখে এ পোস্টটি সে তার ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলে (এর স্ক্রিন শট এখনও আছে)।

প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক কলামিস্ট ও গল্পকার আনিসুল হক। তিনি একটি বই লিখেছেন 'ছহি রাজাকারনামা' নামে। কুরআনের আয়াত নিয়ে এ ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা বাংলা ভাষায় নজিরবিহীন। বাংলা সাহিত্যের সেরা কবি-সাহিত্যিকরা শত শত বছর ধরে পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করে বহু কবিতা-গান রচনা করেছেন, এখনো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবি নবীন চন্দ্র সেনকে নিয়ে লেখা 'নবীনচন্দ্র' কবিতায় নিজেকে 'কোরআনের কবি' বলে পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল কোরআনের আমপারা অংশের কাব্যানুবাদ করেছেন। গানে ও কবিতায় পবিত্র কোরআনের সূরা ফাতেহার অনুবাদ

করেছেন গোলাম মোস্তফা, সুফিয়া কামাল, ফররুখ আহমদ, মতিউর রহমান মল্লিকসহ বাংলাদেশের প্রথম সারির অনেক কবি-সাহিত্যিক।

উদ্বেগের বিষয় হলো এমন ধর্মহীনের সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে। এক রাজিব লোকান্তরে কিন্তু বহু রাজিব অনলাইনে। নাস্তিকদের ওপর হামলা এর কোনো সুষ্ঠু সমাধান নয়। প্রয়োজন তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করা। মিডিয়াযুদ্ধে নেমে তাদের পরাস্ত করা। এত দিন যারা ফেসবুক ব্লগকে অবহেলা করেছেন, সময় হয়েছে তাঁদের নড়েচড়ে বসার। সময় হয়েছে জাতির কান্ডারিদের মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে মিডিয়া প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার।
অবশ্য শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে হবে না। এদের ভাষা ও বক্তব্য এতটাই নোংরা যে এসবের জবাব দেয়াটাও কোন ভদ্র মানুষের রুচিতে আসে না। সুতরাং রাজনৈতিকভাবেও এদের মোকাবেলা
করতে হবে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সরকারকে বাধ্য করতে হবে এদের আইনের আওতায় আনতে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা:

কাদিয়ানীরা হল যিন্দিক। তারা তাদের ধর্মমতকে ইসলাম বলে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম ইসলামকে কুফর বলে। কাদিয়ানীরা সব সময়েই যিন্দিক হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের হুকুম সাধারণ কাফেরের মত নয়। তাদের অপরাধ হল ইসলামকে কুফর বলা এবং কুফরকে ইসলাম বলা। তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের বেলাও একই হুকুম প্রযোজ্য। চাই ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হোক, কিংবা জন্মগতভাবে কাদিয়ানী হোক, অথবা কাদিয়ানীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাদের সকলকেই মুরতাদই বলা হবে। সকলের বেলাই একই হুকুম কার্যকর হবে।তারা কেবল ইসলামকে ত্যাগ করছেনা, বরং তারা দ্বীন ইসলামকে কুফর এবং কুফরকে দ্বীন ইসলাম বলে বিশ্বাস করে থাকে।

ইসলামকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খ্রীস্টান, হিন্দু, আর্যদের সাথে অসম্পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠান করে। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে বারাহীনে আহমদীয়া নামক একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করে। যাতে অধিকাংশ বিষয় সাধারণ মুসলমানের আকীদা নিয়ে লেখা। এর সাথে সাথে নিজের কিছু এলহামের কথাও অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য লিখিত গ্রন্থের মাধ্যমে কৌশলে ইংরেজদের পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং বলিষ্টভাবে জিহাদ হারামের ঘোষণা দেয়। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে নিয়ে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বারাহীনে আহমদীয়ার চার খণ্ড লিখে। ১৯05 খ্রীস্টাব্দে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করে।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বিভিন্ন দাবী শুরু করে। তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দাবী নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. ১৮৮০ সালে আল্লাহর পক্ষ হতে এলহাম পাবার দাবী করে।

২. ১৮৮২ সালে মুজাদ্দিদ হবার দাবী করে।

৩. ১৮৯১ সালে মসীহ মাউদ হবার দাবী করে।

৪. ১৮৯৯ সালে বিল্লী-বুরুষী নবী হবার দাবী করে।

৫. ১৯০১ সালে শরীয়তধারী পৃথক নবী দাবী করে।

এছাড়াও সে সময় সময় বিস্ময়কর কিছু দাবী করে।তার একটা দাবী-"খোলা এলহামের মাধ্যমে আমার নাম বায়তুল্লাহ রেখেছেন।" -আরবাইন ৪ পৃ. ১৫, হাশিয়া, রুহানী খায্যায়েন খ. ১৭ পৃ. ৪৪৬

কাদিয়ানীগন বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও কেন্দ্র স্থাপন করে নানা ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ ও বিলি করে দেশে মারাত্মক ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। পুরনো ঢাকায় ৪ নং বকশীবাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া ঢাকা মহানগরে তাদের আরও ৬ টি ছোট কেন্দ্র রয়েছে বলে জানা গেছে। কিছু দিন পূর্বেকার এক জরিপ মতে বর্তমানে সারা বাংলাদেশে তাদের ১২৩ টির মত সেন্টার রয়েছে।এতদ্ব্যতীত তাদের উইকিপিডিয়াতে দেয়া তথ্যানুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে ১২০ টি লোকাল চ্যাপ্টার দ্বারা ৪২৫ টি শহর ও গ্রামে তারা তাদের ধর্মমত প্রচারে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি তাদের রয়েছে ৬৫ টি মিশনারী, এমটিএ (মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়া) নামে ঢাকাতে একটি টেলিভিশন স্টুডিও এবং জামিয়া আহমদিয়া (মিশনারী ট্রেনিং কলেজ)। এছাড়াও মুসলমানদের নানা ছল-ছলনায় মুরতাদ বানানোর জন্য তাদের রয়েছে পাঁচটি পৃথক সংগঠন।

ভাওয়ালপুরের মোকাদ্দমায় হযরত সাইয়িদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ, কাদিয়ানীদের কাফের হবার ছয়টি কারণ নির্ধারণ করেছেন।

১. খতমে নবুওয়তের অস্বীকার।

২. নবুওয়তের দাবী। পূর্বের নবীদের মত সেও নবুওয়তের দাবী করে।

৩. ওহী লাভের দাবী। তার ওহীর ওপর কুরআনের ন্যায় ঈমান আনা ওয়াজিব মনে করা।

৪. হযরত ঈসা আ.কে অপমান করা।

৫. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপমান।

৬. উম্মতে মুহাম্মদীকে ব্যাপকভাবে কাফের বলা।

-রুয়েদাদে মোকাদ্দমায়ে মির্যাইয়া ভাওয়ালপুর খ.১, পৃ.৪১৭

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সকল রচনাবলী কুফরীতে পরিপূর্ণ। তাইতো হযরত আল্লামা সাইয়িদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. যথার্থই বলেছেন, "মুসাইলামায়ে কায়াব এবং মুসাইলামায়ে পাঞ্জাব (গোলাম আহমদ)-এর কুফর ফেরআউনের কুফর থেকেও মারাত্মক।" -এহতেসাবে কাদিয়ানিয়াত খ. ২ পৃ. ১১

সাবায়ী মিশন ও তাদের অপতৎপরতা:

সাবায়ী মিশনের অন্যতম সদস্য বিশর ইবনে গিয়াস মারিসী। খলীফা হারুন রশীদের আমলে ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতা গিয়াস ইয়াহুদী পণ্ডিত ছিল। সে ইয়াহুদীদের তাওরাতের মধ্যে রদবদল করে। ইয়াহূদ জাতির অবশিষ্ট দীন, 'আকীদা বিনষ্ট করে। সাবায়ী মিশনের সদস্যরা সব সময় মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় গোলযোগের মুহূর্তে সুযোগ খুঁজেছে এবং যুগে যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুরা ঐ নিয়মে মুসলিমদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ও কুট চাল চেলেছে। হারুন-অর-রশীদের দুই পুত্র আমীন ও মামুনের দ্বন্দ্বকালে ঐ গ্রুপ মামুনের দলে ভীড়ে যায়। ফলে মামুনকে শী'আ নীতির প্রতি আকৃষ্ট করে। আর ঐ সাথে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী যারা মুসা ('আ.)-এর দীন বাতিল করার জন্য তাওরাতকে মাখলুক বলে উল্লেখ করতো, তাদের ঐ নীতি মোতাবিক এই গ্রুপ আল্লাহর কালাম কুরআনকে মাখলুক বলে প্রচার করল এবং মামুনকেও ঐ কথার প্রতি প্রলুব্ধ করল। যাতে আসমানী দীনই বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাত আসমানের উপর 'আরশের অবস্থান করা অস্বীকার করতো; ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদ 'আকীদার ভিত্তিতে সে কথা বলত। কিয়ামাত দিবসে নেকী বদীর ওজন হওয়ার কথা, কবরে মুনকীর নাকীর, সওয়াল-জওয়াব হওয়ার কথা সবই অস্বীকার করতো এবং রাসূলের হাদীস ও সাহাবাগণের উক্তি ইয়াহুদী নীতির ভিত্তিতে উপহাস করত।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা:

হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল্লাহ আন্ নাজ্জার (মৃত্যু ২২০ হিঃ) মুতাযিলা গ্রুপের নেতা ছিল। মুতাযিলাদের চিন্তাধারা ইয়াহুদ সম্প্রদায় হতে আগত। এরা অধিকাংশ হানাফী মাযহাবভুক্ত বলে গণ্য হতো। আবু হানীফার ফিকাহ ও মাযহাব যারা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে সুসজ্জিত করেছিলেন তাদের মধ্যে উক্ত বিশর ইবনে গিয়াসকে একজন অগ্রগণ্য ফকীহ বলে হানাফী জীবনীকাররা উল্লেখ করেছেন। আল মুওয়াফফাক ইবনে আহমাদ আলমাক্কী (৪৮৪-৫৬৮ হিঃ) এর কিতাব 'মানাকেবে আবূ হানীফা' নামে ভারতে হায়দ্রাবাদে 'মানাকেবে কুন্দী' নামক কিতাব সহ ১৩২১ হিজরীতে মুদ্রিত হয়। তার দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত বিশরকে অগ্রগণ্য ফকীহ বলে উল্লেখ আছে।

অনুরূপ মুতাযিলা গ্রুপের নেতা 'উবাইদুল্লাহ ইবনে হুসাইন ইবনে দাল্লাল আবুল হাসান আল-কারখী (২৬৪-৩৪০ হিঃ) ইমাম আবু হানীফার পৌত্র ইসমাইল-এর ভক্ত ও সাগরেদ আবু সাঈদ বারদাঈর শিষ্য, এ ব্যক্তি হানাফী মাযহাবের এক বড় নেতা বলে গণ্য। এ কারখীর জীবনী

'তাবাকা-তুল মুতাযিলা' কিতাবে উল্লেখ আছে বলে ইমাম যাহাবী 'সিয়ারে আলামুন নুবালা' কিতাবে উল্লেখ করেছেন:

ঐ ব্যক্তি মুতাযিলা দলের বড় নেতা। ঐ কারবী ইয়াহূদী নীতির বাস্তবায়নে রাসূল প্রায়-এর হাদীস অস্বীকার করার জন্য বলেছেন যে, যদি কুরআনের আয়াত বা রাসুলের হাদীস হানাফী মাযহাবের বিপরীত প্রমাণিত হয় তবে তার অর্থ তাতীল করা হবে অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে করা হবে যাতে মাযহাবের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়, আর যদি কোনরূপ খাপ খাওয়ানো না যায়। তবে বলা হবে তার সনদ যঈফ আর যদি য'ঈফ বলার পথ না পাওয়া যায় তবে বলতে হবে তা মানসুখ হয়ে গেছে (অসূলে কারব। অসূলে বাফনাজীসহ মুদ্রিত ছাপা করাচী নূর মোহাম্মদ প্রেস ৩৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)। এভাবে ইয়াহুদী নীতি মাযহাবের নামে উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে আমদানী হয়েছে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহর আলো হতে বঞ্চিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

অমুসলিমদের অপতৎপরতায় আমাদের করণীয়:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন-
التصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا والذكرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفِ من قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على هذا حفرة من النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كذلك. بينَ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون َ

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিত ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের উপর কৃত আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শক্ত ছিলে। ফলে তোমরা তাঁর রহমতে পরস্পর ভাইয়ে পরিণত হয়েছিলে। আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের নিকটবর্তী ছিলে, তিনি তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শন সমূহ তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পার।

وإن تصبكم سنة يفرحوا بها وإن تصروا وتتقوا لا بَطْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يعملون محيط (۱۲۰ (আলে ইমরান:১২০)

"আর তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ কর ও আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে তারা যা করছে সে ব্যাপারে আল্লাহ অবহিত।

يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا اليهود والنصارى أولياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ منكم قاله منهم إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين(٥١) َ

"হে ঈমানদারেরা। তোমরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। "আলমায়েদা: ৫১]।

উপরের আয়াতগুলো লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে অমুসলিমদের অপতৎপরতা থেকে রক্ষা পেতে আমাদের মুসলিম উম্মাহকে এক হতে হবে এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালার পথে দৃঢ়ভাবে চলতে হবে। আমরা আজ উদাসীন, ভীতু, দুনিয়াসক্ত হওয়ায় অমুসলিমরা এরকম করার সুযোগ পাচ্ছে। নাহলে অমুসলিমরা যতই ষড়যন্ত্র করুক মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

ومكروا ومكر الله والله خير التكرين) ال عمران101 :

'আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৪)

ওদের ইসলাম নির্মূলের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। বরং ইসলাম তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।' (সূরা আস-সফ, আয়াত: ৮)

উপসংহার:

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم يعلمهم وما تنفقوا ا من الله لوم في سبيل الله يزف إليكم وأنتم لا تقلمون و عوان جنحوا المسلم ناجح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 3 وإن يريدوا أن علة عوك لان حسبك الله هو الذي أين ينضي وبالمؤمنين)) (الانفال[٦٢٠٦٠ :

'আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না। আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জনা আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০-৬২)

আমাদের কাজ নাস্তিকদের সাধ্যমত সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা। আমরা সুপথ দেখানোর পরও যদি ফিরে না আসে তবে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তো বলেই দিয়েছেন। তিনিই তাদের বিচারের ভার নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَكَلَهُ مِمَّن القارى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم الكيمين (الصف(٧ :

'সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহবান করা হয়।

আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (সূরা আস- সফ, আয়াত: ৭)

আরেক আয়াতে অবাধ্যচারীদের সতর্ক করে আল্লাহ বলেন,

ولا يحمل الذين كفروا سبقوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الأنفال١٥٩ :

'আর কাফিররা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা (আযাবের) নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, নিশ্চয় তারা (আল্লাহকে আযাব প্রদানে) অক্ষম করতে পারে না।' (সূরা আল-আনফাল, আয়াত:৫৯)

সহায়ক পুস্তক:

মুসলিম র্নিযাতন দেশে দেশে-ইকবাল কবির মোহন
পাশ্চাত্য ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র-ড.আব্দুল্লাহ আযযম(র.)
বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা প্রতিরোধের উপায়-আলি হাসান তৈয়ব
মুসলিম বিশ্বে ইহুদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা-আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন
আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-হযরত মাওলানা আল্লাহু ওসায়া
আই ও এম কর্তৃক পাঠ্য রিসোর্স সমূহ
উইকিপিডিয়া